যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ ৪৩তম সংখ্যা

উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জনে সংবর্ধনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত সমাবেশে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন

২২ মার্চ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করায় "অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" স্লোগান নিয়ে দেশ মেতে উঠে আনন্দ উৎসবে। এই আনন্দযজ্ঞে শামিল হন সকল মন্ত্রণালয়- দপ্তরের সাথে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। বর্ণিল এ শোভাযাত্রা বিকেলে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সমবেত হয়। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আরও আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোক উৎসব। সমবেত এ অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "এ অর্জন জনগণের, অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হবে"।

"এ অর্জন জনগণের, অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হবে" - প্রধানমন্ত্রী

"অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

"অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আ. ন. আহম্মদ আলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ক জাতীয় সংলাপ

মাঝে মঞ্চে উপবিষ্ট যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি বাম থেকে তৃতীয়, উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় এমপি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ দারা, সংসদ সদস্য টীপু সুলতান ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ যুব, কর্মসংস্থান ও আইসিটি সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ আয়োজিত "জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান" বিষয়ক জাতীয় সংলাপ ঢাকা সিরডাপ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং যুব, কর্মসংস্থান ও আইসিটি সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ এর সভাপতি মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়, জাতীয় সংসদের খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ দারা, সংসদ সদস্য টীপু সুলতান ও আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী, যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ এর সেক্রেটারী জেনারেল শিশির শীল এর সঞ্চালনায় জাতীয় সংলাপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত যুব প্রতিনিধিরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং (বাকি অংশ ২য় পাতায়)

ভেতরের পাতা

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইন্সস্টিটিউটে সেমিনার	পৃঃ ২-২	জোরদারকরণ (২য় পর্ব) প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্তকরণ কর্মশালা	পৃঃ ৪-৪	ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮	পৃঃ ৫-৫	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ	পৃঃ ৭-৭	আমরা শোকাহত	পৃঃ ৭-৭
জাতিসংঘের সদর দপ্তর ৭ম ইকোসক ইয়ুথ ফোরাম	পৃঃ ৩-৩	এসডিজি গোল অর্জনে প্রশিক্ষণ, ঋণ ও আত্মকর্মীর লক্ষ্যমাত্রা	পৃঃ ৪-৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মূল্যায়ন সভা	পৃঃ ৬-৬	যুব পরিবারের সন্তানদের সাফল্য	পৃঃ ৭-৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা	পৃঃ ৮-৮
মাদকের অপব্যবহার রোধ শীর্ষক সেমিনার	পৃঃ ৩-৩	একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে দিনব্যাপি কর্মশালা	পৃঃ ৫-৫	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	পৃঃ ৬-৬	বিদায় সংবর্ধনা	পৃঃ ৭-৭	যুব তথ্য কর্ণিকা	পৃঃ ৮-৮
যুব বিষয়ক বিশেষদূত এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ	পৃঃ ৪-৪	পরিবেশ উন্নয়নে পরিবর্তন চাই সংগঠনের সাথে মতবিনিময়	পৃঃ ৫-৫	চুয়াডাঙ্গায় বায়োগ্যাস দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন	পৃঃ ৬-৬	ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ	পৃঃ ৭-৭		

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইন্সস্টিটিউটে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

প্রধান অতিথি যুব প্রতিমন্ত্রী শ্রী ড. বীরেন শিকদার এমপি বক্তব্য দিচ্ছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

২৮ মার্চ ২০১৮ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব প্রতিমন্ত্রী শ্রী ড. বীরেন শিকদার এমপি, এ বি এম রুহুল আজাদ-অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সভাপতিত্ব করেন - যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপপরিচালক (চঃ দাঃ) পরিকল্পনা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। উন্নয়ন সূচকের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করায় বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক যুববান্ধব সমাজ বিনির্মাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। স্বাগত বক্তব্যে পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোরশেদ উদ্দিন আহমদ বলেন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র হতে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে রূপান্তরের পর প্রথম এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন মূখ্য আলোচক জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ, এস, এম আনোয়ারুল্লাহ্ ভূঁইয়া। তিনি বলেন বর্তমানে দক্ষ জনগোষ্টি ১৫-৬০ বছর বয়সী মোট জনসংখ্যার ৬০%। উন্নয়নশীল অবস্থান ধরে রাখার জন্য আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ যুব। তাই যুবদের নিয়েই উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। জাপানী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করে বলেন- জাপানী এথোস অর্থাৎ প্রাইমারী ভ্যালুজ (Primary values) গুলিকে সার্বজনীন করতে হবে। শিক্ষাখাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একাডেমিক বিষয় গুলোকে অর্ন্তভূক্ত করা উচিত। দলমত নির্বিশেষে সকলকে উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রাক্তন পরিচালক আল আমীন চৌধুরী বলেন, আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রথম ধাপে এসেছি মাত্র। পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পেতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ সমূহ রয়েছে যুবশক্তিকে সংগে নিয়ে আমরা তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো। বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ মোফাজ্জল করিম বলেন-সফল আত্মকর্মীরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তায় যুবরা শুধু নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছে তাই নয়-অন্যদের কর্মসংস্থানেও ভূমিকা রেখেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা সৃজনশীল কর্মী হিসেবে গড়ে উঠে। তবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত উন্নত দেশে উত্তরণে তারা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ বি এম রুহুল আজাদ বলেন - ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টে কর্মক্ষম মানুষের বয়সসীমা ১৮-৬০ ধরে বাংলাদেশ এখন মধ্যগগনে। এ সুযোগ একটি জাতির জীবনে একবারই আসে। উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ায় আমাদের সামনে আরো চ্যালেঞ্জ আসবে। আমাদের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হবে। উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গবেষনা করে বের করতে হবে।

প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এখন আমরা আমাদের পরিচয় পরিবর্তন করতে পেরেছি। মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনীতির ঝুঁকি এই তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় মানের চেয়ে অনেক বেশি অর্জন করেছে। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিশ্চয়ই আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছুবো। আগামী দিনে পৃথিবীর বুকে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। বাঙ্গালির রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাস। এই পরিচয় এনে দিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের ঘাটতি গুলোকে পূরণ করতে হবে। মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, আমরা দীর্ঘ ৪২ বছর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। যুবদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা দিয়ে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হলে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবো। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

(১ম পাতার পর) জাতীয় যুব নীতি ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত উপস্থাপন করেন। জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন এ্যামপাওয়ার ইয়ুথ ফর ওয়ার্ক (Empower Youth for work) এর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জলি নূর হক। বক্তারা জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এর আলোকে জাতীয় সংলাপ থেকে যে সুপারিশমালা গৃহীত হবে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় এ সকল সুপারিশমালা অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ের উপর গুরত্বারোপ করেন। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুবদের মধ্যে উন্নত মনন, মানবিকতা এবং একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে দেশ-সমাজ- পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আধুনিক ও দক্ষ প্রজন্মরূপে বিকশিত করার চেতনা নিয়ে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের যুব নারী-পুরুষদের উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তোলা হলে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের পথ সুগম হবে। এর ফলে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশে উন্নীত করার ব্রতে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সাথে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

জাতীয় যুব নীতি এ্যাকশন প্ল্যান সেমিনারে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি-কে যুবদের পক্ষ থেকে সুপারিশমালা তুলে দিচ্ছেন

জাতিসংঘের সদর দপ্তর ৭ম ইকোসক ইয়ুথ ফোরাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সামনের সারিতে রয়েছে বাংলাদেশের যুবসমাজ - যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

৭ম ইকোসক ইয়ুথ ফোরামে বক্তব্য দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সামনের সারিতে রয়েছে বাংলাদেশের যুবসমাজ। এজেন্ডা ২০৩০ কে সামনে রেখে এই বিপুল যুব জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ পরবর্তী দশকগুলোতে জনমিতিক লভ্যাংশ উঠিয়ে আনতে পারবে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ECOSOC) আয়োজিত ৭ম ইকোসক ইয়ুথ ফোরামে প্রদত্ত বক্তৃতায় একথা বলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার। এবারের ইয়ুথ ফোরামের মুল প্রতিপাদ্য ছিল, "টেকসই ও সক্ষমতাপূর্ণ নগর ও গ্রাম সম্প্রদায় গড়ে তুলতে যুবদের ভূমিকা (The role of youth in building sustainable and resilient urban and rural communities)"। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিরোস্লাভ লাইচ্যাক (Miroslav Lajčák) এ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটিতে উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের সভাপতি মেরী চ্যাটারডোভ (Marie Chatardová)। অনুষ্ঠানটির মডারেটর ছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের যুব বিষয়ক বিশেষদূত মিজ জয়ত্মা উইকরামানায়েক (Ms. Jayathma Wickramanayake)

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি দুই দিন ব্যাপি এই আন্তর্জাতিক ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩৪জন মন্ত্রী, ৫২ জন সরকারি প্রতিনিধি এবং ৭০০ জন যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এ ফোরামে অংশগ্রহণ করেছেন। ড. শ্রী বীরেন শিকদার যুবসমাজের জন্য বর্তমান সরকার গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ বিশেষ করে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এসডিজির ৮.৬ অর্জনে লীড মিনিষ্ট্রি হিসেবে কাজ করছে। যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণবিহীন যুব জনসংখ্যার হার বর্তমানের ২৮.৮৮ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে কমিয়ে আনা। এটি অর্জনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সমাজের সকলকে সাথে নিয়ে সরকার এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে কেউ পিছনে পড়ে না থাকে"। এর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের (Global partnership) উপর জোর দেন। যুব-সংগঠন ও সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব বিনির্মাণে তিনি এ ফোরামে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এগুলো হচ্ছে : ১) স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে উন্নত দেশগুলোর প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো এসডিজি'র যুব সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। ২) যুব উন্নয়নকে ফোকাস করে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্টনারশীপসমূহকে আরও বেশি উন্মোচন করতে হবে। ৩) দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দক্ষতার বিনিময় করতে হবে যাতে যুবদের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও ব্যবধানগুলো কমে আসে এবং যুবরা পরস্পরের কাছাকাছি আসার মাধ্যমে বৈশ্বিক যুব সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারে। ৪) জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে এর সদস্য দেশগুলোর সাথে আরও বেশি অংশীদারিত্ব বজায় রেখে বেশি বেশি যুব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে এসডিজি'র আলোকে যুব ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়। ৫) বিভিন্ন দেশের যুব আন্দোলনকে উচ্চশিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া এবং উৎসাহিত ও যুক্ত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের 'ইয়ুথ ফোরাম' যুবদের জন্য জাতিসংঘের একমাত্র প্লাটফরম যেখানে যুবরা নীতি নির্ধারণী আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এর মাধ্যমে যুবরা সমন্বিতভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তন এবং সৃষ্টিশীল কাজে অবদান রাখতে পারে।

মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুবদের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট বাম থেকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম [৩], মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন [২], মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সঞ্জয় কুমার চৌধুরী [৪] পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আ. ন. আহম্মদ আলী [১]

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত যুব ও সংগঠক, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী, আইন-শৃংখলা বাহিনী ও মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন

১১ মার্চ ২০১৮ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত **"মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুবদের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সঞ্জয় কুমার চৌধুরী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আ. ন. আহম্মদ আলী, পরিচালক (বাস্তবায়ন) মোঃ আখতার আলী সরকার, পরিচালক (দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ) মোঃ এরশাদ-উর রশীদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপ-পরিচালক (বাস্তবায়ন) মোঃ আতিকুর রহমান। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুবদের সার্বিক কল্যাণার্থে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এর আলোকে বর্তমানে এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই এ্যাকশন প্ল্যানে মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে তাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত ১৮ হাজারের অধিক যুব সংগঠনের অংশগ্রহণে জেলা-উপজেলায় জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম ও মাদকের অপব্যবহার রোধে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

সেমিনারে বক্তরা প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে মাদকের অপব্যবহার রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও জেলা ও উপজেলায় আইন-শৃংখলা রক্ষা সংক্রান্ত কমিটিতে যুব প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ের উপর মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, এসব কমিটিতে যুবদের অন্তর্ভুক্তি করা হলে মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুবরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। দিনব্যাপি আয়োজিত সেমিনারে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্ত যুব ও সংগঠক, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী, আইন-শৃংখলা বাহিনী ও মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের যুব বিষয়ক বিশেষদূত মিজ জয়ত্মা উইকরামানায়েক এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত

যুব বিষয়ক বিশেষদূত মিজ জয়ত্মা উইকরামানায়েক এর পাশে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এমপি সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন ও অন্যান্য অতিথি

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘ মহাসচিবের যুব বিষয়ক বিশেষদূত মিজ জয়ত্মা উইকরামানায়েক এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার। সাক্ষাতকালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: আসাদুল ইসলাম ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা আরও কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সাক্ষাতকালে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মিজ জয়ত্মা উইকরামানায়েক বাংলাদেশের যুব উন্নয়নের অভাবনীয় অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এর আগে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার নেপালের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। এসময় দু'দেশের যুব সমাজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। এছাড়াও দু'দেশের মধ্যে ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম (Youth Exchange Programme) সম্পর্কিত একটি MOU এর সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা হয়।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্ব) প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাম থেকে মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন [৩], যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) আজিজুল হক [৫], পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল হাছান খান [৬], পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ) মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ [২], পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম [১] ও প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম সামসুজ্জামান [৪]

২৯ মার্চ যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্তকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন (অতিঃ সচিব)। স্বাগত বক্তব্য দেন পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল হাছান খান (যুগ্ম-সচিব)। তিনি বলেন, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ প্রকল্পের পরবর্তী পর্ব অধিকতর ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ১ম পর্বের (সমাপ্ত) অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন সাবেক প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম সামসুজ্জামান (যুগ্মসচিব)। তিনি বলেন, ১ম পর্বে ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৬৭০ জনকে ঋণ দেয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি জনবল সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেন- গুনগত মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সরকারি অন্যান্য দপ্তরের প্রশিক্ষক এবং বেসরকারি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিগণকে দিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোন ভাতা ছিল না তবে ২৫,০০০/-টাকা ঋণ পাওয়ার সুযোগ ছিল। উপকরণের জন্য বরাদ্দ অপ্রতুল, ঋণের পরিমাণও অত্যন্ত কম ছিল।

আত্মকর্মীর সংখ্যা ৭০ ভাগ নির্ধারণ যৌক্তিক নয়। নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর সুযোগ ছিলনা। সঞ্চালকের বক্তব্যে আবুল হাছান খান বলেন আই এম ই ডির মধ্যবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সুপারিশ সমূহ পাওয়া গেছে তার আলোকে প্রকল্পের ২য় পর্বের ডিপিপি তৈরি করা হয়েছে। তিনি প্রস্তাবিত প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ও দু'টি পর্বের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) আজিজুল হক, ২য় পর্বের ডিপিপির উপর অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ আহ্বান করেন। জনবল সংকট নিরসনে প্রকল্পে জনবল নিয়োগ দেয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখার পরামর্শ প্রদান করেন। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কৌশল প্রকল্প দলিলে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাহলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। যুগ্ম-সচিব আজিজুল হক কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে, মনিটরিং কৌশল নির্ধারণ করার আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন- ১ম পর্বের চেয়ে উন্নততর পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২য় পর্বের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এম ও ইউ এর মাধ্যমে দক্ষ প্রশিক্ষক নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মনিটরিং জোরদারকরণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে বলেন তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মনিটরিং করলে এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। সকলের সমন্বিত মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পর্বের ডিপিপি সংশোধন করে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে অধিকতর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল এবং সফল আত্মকর্মীদের প্রশিক্ষক হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জেলা পর্যায়ে কাজের সুবিধার্থে ল্যাপটপ দেয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সত্যিকার আগ্রহী বেকার যুবকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচনের উপর জোর দেন।

ঋণের পরিমাণ রাজস্বের অনুরূপ হলে তদারকী করা সহজ হবে বলে সকলে একমত পোষন করেন। পার্বত্য জেলা গুলোসহ অনুন্নত জেলাসমূহের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেণী করার জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রশিক্ষণের মডিউল তৈরী করে সকল এলাকায় প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়। প্রশিক্ষণসমূহ অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্য স্টাডি ভিজিটের ব্যবস্থা রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের বিষয়ে জোর দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান এবং এক্ষেত্রে একটি সফটওয়ার তৈরির পরামর্শ এবং পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়টি মডিউলে অন্তভূক্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়। পি আই ইউ সহ মাঠ পর্যায় অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রকল্প সমাপনান্তে মূল্যায়ন সভার আয়োজনের উপর জোর দেয়া হয়।

এসডিজি গোল অর্জনে ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০২৯-২০৩০ মেয়াদে প্রশিক্ষণ, ঋণ ও আত্মকর্মীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

এসডিজি গোল অর্জনে ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০২৯-২০৩০ মেয়াদে প্রশিক্ষণ,ঋণ ও আত্মকর্মীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এসডিজির গোল অর্জনে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৫-২০২০) প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ জন, ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৮৪২ কোটি টাকা এবং আত্মকর্মী সৃজন ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার জন নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২৫ মেয়াদে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২২ লক্ষ ২০ হাজার(জন), ঋণ প্রদান ৯২৮ কোটি টাকা এবং আত্মকর্মী সৃজন ৭ লক্ষ জন এবং ২০২৫-২০৩০ মেয়াদে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার (জন), ঋণ প্রদান ১০১৮ কোটি টাকা ও আত্মকর্মী সৃজনে ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার জন নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নতুন নতুন উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অধিকন্ত, এসডিজি (SDG)-এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে SDG এর SDG Goal : ৪.৫, ৮.৩, ৮.৫, ৮.৬ বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপকারভোগিদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে দিনব্যাপি কর্মশালা

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাম থেকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আকবর হোসেন ৩ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আ. ন. আহম্মদ আলী ২, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ১

৩০ জানুয়ারি ২০১৮ যুব ভবনে মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আকবর হোসেন। প্রধান অতিথি বলেন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটি একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে অংশিদারিত্ব মূলক স্থায়ী তহবিল গঠন করে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান অবকাঠামো সুবিধা ব্যবহার করে উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যয় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাজেট থেকে বহন করা এবং যৌথ প্রশিক্ষণ আয়োজনের নীতিমালা ও কর্মকৌশলের বিষয় এমওইউ এর মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আ. ন. আহম্মদ আলী স্বাগত বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মহতি উদ্যোগ যৌথ ভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালকের সংশ্লিষ্টতা আনয়নের বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। যাতে প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। উপ-প্রকল্প পরিচালক নাজির আহাম্মদ (সমন্বয়ক) বলেন, দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে করার নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তবে ৫ দিনের প্রশিক্ষণে একটি মাত্র ট্রেড বা বিষয়ের উপর হতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর অর্পিত দক্ষতাউন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গুনগতমান বজায় রেখে প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। কর্মশালায় আরোও বক্তব্য রাখেন পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋন) মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, উপ-প্রকল্প পরিচালক নাজির আহাম্মদ। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো অর্ডিনেটর ও কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ।

"পরিবেশ উন্নয়নে পরিবর্তন চাই" সংগঠনের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম-সচিব মোঃ আজিজুল হক, যুগ্ম-সচিব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সংগঠনের চেয়ারম্যান ফিদা হক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

যৌথ ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে "পরিবেশ উন্নয়নে পরিবর্তন চাই" সংগঠনের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন (অতিঃ সচিব)। অনুষ্ঠানে সংগঠনের চেয়ারম্যান ফিদা হক সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম ও কর্মকৌশল উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন "সত্য, সুন্দর ও পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিস্কার বাসযোগ্য শহর গড়তে পারি। অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাসা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বর্জ্যগুলোকে প্রধানতঃ তিন রং এর তিনটি ডাষ্টবিন (সবুজ-খাদ্য দ্রব্যের উচ্ছিষ্ট, নীল-কাগজ, বোতল ইত্যাদির বর্জ্য এবং হলুদ-কাঠ, জুতা-স্যান্ডেল, কাঁচ ইত্যাদি বর্জ্য ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়ার আহ্বান জানান। পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋন) বলেন-স্কুলের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের এ ধরনের অভ্যাস গড়ার প্রশিক্ষণ আয়োজন করলে বেশি সুফল পাওয়া যেতে পারে।

যুগ্ম-সচিব মোঃ আজিজুল হক বলেন, আবাসিক কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণকালীন নিজ কক্ষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলে অভ্যস্থ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয় প্রশিক্ষণ অর্ন্তভূক্ত করা হলে এর সুফল দ্রুত সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন বলেন, পরিবেশ উন্নয়নে পরিবর্তন চাই সংগঠনের প্রতিটি কার্যক্রম অপরিহার্য্য। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এটি অর্ন্তভূক্ত করা হলে যুবরা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে পরিবেশ রক্ষা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন - সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে। পরিচ্ছন্ন কর্মী, বাসার কর্মী ও প্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যে সব প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদেরকে এক ঘন্টার সেসনে প্রশিক্ষণ দেয়া হলে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই অভ্যাস গড়ার আয়োজন অনেক সুফল বয়ে আনবে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮

জেলা প্রশাসক রাব্বী মিয়া'র নিকট হতে 'শ্রেষ্ঠ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান' এর পুরস্কার স্বরূপ ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন নারায়নগঞ্জের উপপরিচালক (চঃদাঃ) এ. কে. এম. শাহরিয়ার রেজা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মূল্যায়ন সভা

সভাপতি মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে APA মূল্যায়ন সভায় বক্তব্য রাখছেন

সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২৯ জানুয়ারি যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন (অতিঃ সচিব) এর সভাপতিত্বে APA ২য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৭) চুক্তি মূল্যায়ন সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন- মূলতঃ প্রতি জেলায় পরিচালিত কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান দিয়ে প্রতি তিনমাস অন্তর মূল্যায়ন করা হয়। বার্ষিক টার্গেট অনুযায়ী আমরা কী অর্জন করেছি। আমরা কতটা দক্ষতার সাথে কাজ সম্পাদন করেছি তা মূল্যায়ন করা হবে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করার জন্যই আমরা মূলতঃ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। যা গতানুগতিক হলেও এর একটা ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আমরা সমন্বিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করি। ৪ কোটি ৮০ লক্ষ যুবশ্রেণীর সকলেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টার্গেট নয়। এ বছর ২ লক্ষ ৮২ হাজার জন প্রশিক্ষণ টার্গেট। জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষক পদ শুন্য থাকায় প্রশিক্ষণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। বিদেশে চাহিদা রয়েছে এরূপ কিছু কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হলে কর্মসংস্থানের সাথে রেমিটেন্স বাড়বে। ৬টি জেলায় পাইলটিং শেষে মোবাইল ব্যাংকিং ৬৪ টি জেলায় সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষনের আবেদন অনলাইনে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগড়ায় পৌঁছিয়ে দিলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আরো এগিয়ে যেতে পারবে। ই-লার্নিং এ ৪টি বিষয়ে দেয়া হয়েছে। আরো বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হবে বলে জানান। পদোন্নতির এর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। অধীনস্তদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ঋনীদের পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন সঠিক ভাবে কাজ করাই শুদ্ধাচার-এ বিষয়ে তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং ১০০% APA চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন) মোঃ আখতার আলী সরকার। তিনি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন সভার উদ্দেশ্য, করণীয় এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তুলে ধরে সভায় ৬ টি বিষয়ের উপর আলোচনা ও মূল্যায়ন করেন ঃ (০১) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অধীনে শিক্ষিত বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি (০২) যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক) (০৩) সফল যুব সংগঠনকে আর্থিক অনুদানের লক্ষ্যে মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ (০৪) প্রশিক্ষিত যুবদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, (০৫) জাতীয় যুব পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রস্তাব প্রেরণ (০৬) জনসচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান আয়োজন। এছাড়া জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি নিয়েও কথা বলেন। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) আ. ন. আহম্মদ আলী বলেন, মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে উদ্যোক্তা তৈরী এবং নিজেদের কাজের জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন। মোঃ এরশাদ উর রশীদ, পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋন) বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তার ফেইস বুক ভিজিট এবং পেইজে নিয়মিত কর্মকান্ডের ছবি ও তথা আপলোড করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ই-লার্নিং এর কনটেন্টগুলো শেয়ার করলে প্রচারণা বাড়বে এতে অধিক সংখ্যক যুব উপকৃত হবে। পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল হাছান খান ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অগ্রগতি তুলে ধরেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে উপপরিচালক মোঃ মাকসুদুর রহমান যুবদের কর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন যুবদের ইতিবাচক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভূমিকার কারণে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছি। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে যুবদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচি শিক্ষিত বেকার যুবদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া। এ কর্মসূচির আওতায় একজন শিক্ষিত বেকার যুব/ যুবনারীকে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ১০টি নির্ধারিত মডিউলে ৩ মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিযুক্তি দেয়া হয়। প্রত্যেক যুব প্রশিক্ষণকালীন দৈনিক ১০০/- টাকা এবং কর্মকালীন ২০০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। কর্মভাতা হতে প্রত্যেককে ৪০০০/-টাকা করে মাস শেষে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট ২০০০/- টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে, যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদপূর্তিতে এককালীন দেয়া হয়। কর্মসূচির প্রথম পর্বে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি এবং নির্ধারিত বয়সসীমা ছিল ১৮ হতে ৩৫ বছর। বাস্তবতার আলোকে ২য় পর্ব থেকে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় এইচএসসি এবং বয়স ২৪ হতে ৩৫ বছর। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৭ টি পর্বে ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু/সম্প্রসারিত হয়েছে। এ যাবত ৭টি পর্বের মধ্যে ৩টি পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ১,৬৯,৩৩২ জন। কর্মসংযুক্তি লাভ করেছেন ১,৬৬,১১৭ জন। যুবনারী ও যুবকের অনুপাত ৪৩:৫৭। মেয়াদ পূর্তির পর মোট কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছে ৪৩০১৪ জন। (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) ।

ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত ড. এ আর মালিক-এর বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইমপ্যাক্ট (ফেজ-২) প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে মেহেরুন্নেসা ইকো পার্কে ১৫০ টি গরুর গোবর থেকে দৈনিক ৩০০০ ঘনফুট বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ১টি পানির পাম্প, ২টি সার্চ লাইট, ১৬টি সিলিং ফ্যান, ১৪টি বাল্ব এবং ঘাস কাটা মেশিন চালানো হচ্ছে।

সাভারে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

সনদ হাতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬-২৮ জানুয়ারি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সাভারস্থ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলসুটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের পরিচালক (অঃদাঃ) মোরশেদ উদ্দিন আহমেদ, ডিপিসি মোঃ সেলিম খান, জেলা শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, কেন্দ্রের প্রশিক্ষক কম্পিউটার ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর সুকুমার চন্দ্র শীল।

বিদায় সংবর্ধনা

যুব-উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক পদ থেকে মোঃ নজরুল ইসলাম, এস এম কামরুল হাসান, এ কে এম কায়ছার আলী- কে ফুলেল শুভেচ্ছায় বিদায় জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক মোঃ আনোয়ার হেসেন। তিনি বিদায়ী কর্মকর্তাদের সুখী, সুন্দর ও সুস্থ জীবন কামনা করেন। এসময় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

যুব পরিবারের সন্তানদের সাফল্য

রাশমিয়া নূর ই লাবিবা (লিনাজ) ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নরসিংদী মডেল স্কুল থেকে জিপিএ-৫ সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম মিজি এবং নরসিংদী হাজী আবেদ আলী কলেজের প্রভাষক মরিয়ম আখতার এর জ্যেষ্ঠ কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ আরাফাত উল্যাহ ঃ ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুল খুলনা (MCSK) থেকে জিপিএ-৫ সহ টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। মেধা তালিকায় তার স্থান ৪র্থ। সে যশোর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর মুসা কলিম উল্যা এবং তাহিমা আকতার এর পূত্র। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

৩৬টি জেলায় ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলছে

ফ্রিল্যান্সিং কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী

প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুব জনগোষ্ঠিকে ডিজিটালি সক্ষম জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০১৫-২০১৬ বছর থেকে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক ০৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। শুরু থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৩৬টি জেলার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১২৭২ জন যুব ফ্রীল্যান্সার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ফ্রীল্যান্সাররা অর্থবছরে মোট ১,৯৪,২০,৪৪০০০ টাকা আয় করেছে। যুব ফ্রীল্যান্সারদের গড় আয় ১৫,২০১/- টাকা মাত্র। ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জেলায়ও সম্প্রসারণ করা হবে। যার ফলে দেশে আরো বেশী সংখ্যক যুব নিজেকে যোগ্য ফ্রিল্যান্সার হেসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।

আমরা শোকাহত

নেত্রকোনা

গভীর দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলার অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর মোঃ সাজ্জাদ হোসেন খান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ০৭ জানুয়ারি ২০১৮খ্রিঃ সকাল ৮.৩০ ঘটিকার সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বৎসর ১০ মাস ২৭ দিন। তিনি স্ত্রী ০৩ পুত্র ০২ কন্যা ও বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

চাপাইনবাবগঞ্জ

গভীর দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা কার্যালয়ের উপজেলা বায়োগ্যাস সাব-এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মাসুদুল ইসলাম ২৮ মার্চ রোজ বুধবার রাত ৮.০০ঘটিকায় রাজশাহীর নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও ০১ পুত্রসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ইম্পপ্যাক্ট প্রকল্পের কমিউনিটি সুপারভাইজার ইয়াসির আরাফাত ৪ মার্চ সকাল ৮.০০ টায় মোটর বাইক যোগে অফিসে আসার পথে এ্যাকসিডেন্ট করে মারা যান (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

খুলনা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঝাড়ুদার মোঃ বুলবুল ৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও এক পূত্র সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪০ বৎসর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৫৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান প্রশিক্ষণ (আবাসিক) ট্রেডের নাম	ভর্তি ফি/প্রশিক্ষণ ভাতা
গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মেয়াদ ২ মাস ১৫ দি প্রশিক্ষণকালঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর, জানুয়ারি-মার্চ এবং এপ্রিল-জুন। বিঃদ্রঃ- চাহিদার ভিত্তিতে ১মাস মেয়াদি নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ ১. দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ, ২. দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিপণন, ৩. চিংড়ি ও কাকঁড়া চাষ, বিপণন, ৪. ছাগল ও ভেড়া পালন ৫. মহিষ পালন ও গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা, ৫. কৃষি ও হটিকালচার, ৬. মৎস্য চাষ, ৭. মুরগী ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন, ৮. মাশরুম ও মৌ চাষ, ৯. ফলচাষ, ১০. লাইভস্টক এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ, ১১. ডেইরী ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কার ও সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ ১২. অর্নামেন্টাল প্ল্যান্ট উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ ১৩. হাইড্রোপনিক প্রশিক্ষণ ১৪. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং, ১৫. সোয়েটার নিটিং ১৬. লিংকিং মেশিন অপারেটিং ১৭. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং ১১. উপকুলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ **ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ঃ জাতীয় পত্রিকা ও স্থানীয়ভাবে এবং ওয়েবসাইট** www.dyd.gov.bd **তে প্রশিক্ষণ তথ্য দেয়া আছে।**	১. ভর্তি ফি ১০০/- ২. নগদ পরিশোধযোগ্য ৩. জামানত ১০০/- (ফেরৎযোগ্য)। ৪. মাসিক ভাতা ৩০০০/-
৬৪ জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়ে চলমান প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক) ট্রেডের নাম	**ভর্তি ফি/ভাতা বিহীন**
১. পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মেয়াদ-৩ মাস অথবা ৬ মাস), **২.** ব্লক বাটিক ও স্ক্রিণ প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ, (মেয়াদ দেড় মাস অথবা ৪ মাস), **৩.** মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স, (মেয়াদ -১ মাস), **৪.** মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ, (মেয়াদ ৬ মাস), ৫. কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ- ৬ মাস) ৬. কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স (মেয়াদ- ৬ মাস) ৭. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণ, (মেয়াদ- ৬মাস) ৮. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ, (মেয়াদ- ৬ মাস) ৯. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ, (মেয়াদ ৬ মাস)। **ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ঃ জাতীয় পত্রিকা ও স্থানীয়ভাবে এবং ওয়েবসাইট** www.dyd.gov.bd **তে প্রশিক্ষণ তথ্য দেয়া আছে।**	**৫০টাকা - ২০০০ টাকা (কোর্সভেদে)**
যুবদের চাহিদাসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (জেলা কার্যালয়/ আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)	**ভর্তি ফি/ভাতা বিহীন**
০১. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং (মেয়াদ - ১মাস) (আবাসিক), ০২. ফ্যাশন ডিজাইন (মেয়াদ - ৩মাস), ০৩. ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং (মেয়াদ - ২মাস), ০৪. সেলসম্যানশীপ (মেয়াদ - ৩মাস), ০৫. ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং (মেয়াদ - ১৫দিন), ০৬. ক্যাটারিং (মেয়াদ - ৬মাস), ০৭. হাউজকিপিং, লন্ড্রি অপারেশন ও কমিউনিকেটিভ ইংলিশ (মেয়াদ-৩মাস), ০৮. ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট (মেয়াদ - ২মাস), ০৯. টুরিস্ট গাইড এন্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ (মেয়াদ - ২মাস), ১০. চামড়াজাত পণ্য তৈরী (মেয়াদ - ১মাস), ১১. হস্তশিল্প (মেয়াদ - ১মাস), ১২. বিউটিফিকেশন (মেয়াদ-০১মাস), ১৩. ফ্রি ল্যান্সিং/আউট সোর্সিং (মেয়াদ - ১মাস), ১৪. আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা (মেয়াদ - ১০দিন), ১৫. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেম (মেয়াদ-১মাস), ১৬. আইপিএস, ইউপিএস ও স্ট্যাবিলাইজার প্রস্তুত এবং প্রতিস্থাপন (মেয়াদ - ১মাস), ১৭. উইন্ডো এবং স্প্লিট টাইপ এসি মেরামত ও প্রতিস্থাপন (মেয়াদ - ১মাস) , ১৮. আরবী ভাষা শিক্ষা (মেয়াদ - ২মাস), ১৯. ইংরেজি ভাষা শিক্ষা (মেয়াদ - ২মাস)। **ওয়েবসাইট** www.dyd.gov.bd **তে প্রশিক্ষণ তথ্য দেয়া আছে।**	**১০০টাকা - ১০০০ টাকা (কোর্সভেদে)**
৪৯৬টি থানা ও উপজেলায় চলমান অপ্রাতিষ্ঠানিক ৭ দিন - ২১ দিন মেয়াদী, প্রশিক্ষণ (রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত) ট্রেডের নাম	**বিনামূল্যে**
১. পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন, ২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন ৩. ছাগল পালন, ৪. পারিবারিক গাভী পালন, ৫. গরু মোটাতাজাকরণ, ৬. পশু-পাখির খাদ্য ও প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ, ৭. পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ, ৮. কবুতর পালন, ৯. চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ১০. মৎস্য চাষ, ১১. সমন্বিত মৎস্য চাষ, ১২. মৌসুমী মৎস্য চাষ ১৩. মৎস্য হ্যাচারী, ১৪, প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ, ১৫. গলদা ও বাগদা চিংড়ী চাষ, ১৬. শুটকি তৈরী ও সংরক্ষণ, ১৭. বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ১৮. নার্সারী, ১৯. ফুল চাষ, ২০. ফলের চাষ (লেবু, কলা ও পেঁপে), ২১. ভার্মি কম্পোস্ট/ কেঁচো সার তৈরী, ২২. গাছের কলম তৈরী, ২৩. ঔষধি গাছের চাষাবাদ ২৪. অর্নামেন্ট প্লান্ট উৎপাদন, পটারি ও ইকেবানা, ২৫. পোষাক তৈরী, ২৬. ব্লক প্রিন্টিং, ২৭. বাটিক প্রিন্টিং, ২৮. স্ক্রীন প্রিন্টিং, ২৯. স্প্রে প্রিন্টিং, ৩০. মনিপুরি তাঁত শিল্প, ৩১. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী ৩২. বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরী, ৩৩. নকশী কাঁথা, ৩৪. কারু মোম, ৩৫. পাটজাত পণ্য তৈরী, ৩৬. চামড়াজাত পণ্য তৈরী, ৩৭. বেকারী, কনফেকশনারী এবং কুকিং, ৩৮ রিক্সা, সাইকেল ও ভ্যান মেরামত, ৩৯. ওয়েল্ডিং, ৪০. ফটোগ্রাফি, ৪১. সোলার প্যানেল স্থাপন, ৪২. টুরিস্ট গাইড। **ওয়েবসাইট** www.dyd.gov.bd **তে প্রশিক্ষণ তথ্য দেয়া আছে।**	বিনামূল্যে

ঋণ সহায়তা ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপরোক্ত যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করলে সহজ শর্তে আবেদনের ভিত্তিতে ৫০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

যুব তথ্য কণিকা

নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	শুরু থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	জানুয়ারি ২০০৯-মার্চ ২০১৮	জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৫২,০৩,৩৪৩ জন	২৭৮৫২৬৬ জন	১২৬১১০ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২০,৫৬,০৫০ জন	৫৮০৮৭৫ জন	১৩৬৬৪ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	১১৪০৩৪ জন	১৬৯৩৩২ জন	৪০৪৩৬ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১১১৬৯৯ জন	১৬৬৯৯৭ জন	৪০৪৩৬ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৫৮১,১১.৪৭ লক্ষ টাকা	৮১৯২২.৫৭ লক্ষ টাকা	৩৩৬৪.১১ লক্ষ টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৮৮০৯১৭ জন	১৯৩৬৯২ জন	৭৩৪৭ জন
০৭.	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮৩৫২ টি	১১৩৬৬ টি	-
০৮.	স্বীকৃতি/নিবন্ধনভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	-	১৯৯০	৩৪৩ টি